**কুড়িল ফ্লাইওভার উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

কুড়িল, ঢাকা, ২০ শ্রাবণ ১৪২০, ৪ আগস্ট ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যগণ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

                        আসসালামু আলাইকুম।

কুড়িল ফ্লাইওভারের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজ রাজধানীবাসীর জন্য একটি আনন্দের দিন। উন্নয়ন প্রত্যাশী দেশের আপামর জনগণের জন্য আজ গৌরবের দিন। ৩ দশমিক ১ কিলোমিটার দীর্ঘ কুড়িল ফ্লাইওভার ঢাকা মহানগরবাসীর জন্য সরকারের ঈদ উপহার।

এবার সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে আমরা দেশের সর্বত্র সমউন্নয়ন নিশ্চিত করেছি। রাজধানী ঢাকার উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। যানজটমুক্ত ও আধুনিক ঢাকা গড়ে তোলার জন্য আমরা Strategic Transport Plan এর আওতায় ফ্লাইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কমিউটার ট্রেন, ঢাকা শহরের চারিদিকে রিং রোড ও ওয়াটারওয়ে নির্মাণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আমরা ঢাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পরিবেশ দূষণ রোধ, পরিকল্পিত নগরায়নসহ, নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন  করেছি।

মিরপুর-এয়ারপোর্ট রোড ফ্লাইওভার, বনানী রেলক্রসিং-এ ওভারপাস ও সংযোগ সড়ক ইতোমধ্যেই চালু করা হয়েছে। হাতিরঝিল প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছি।

আমি আশা করি, কুড়িল ফ্লাইওভার ঢাকার প্রবেশ তোরণ এবং আধুনিক শহর পূর্বাচলের গেটওয়ে হিসেবে বিবেচিত হবে। এ প্রকল্প পূর্বাচলের সাথে দ্রুততম যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। যানজট কমবে। পণ্য পরিবহণে সময় কম লাগবে। অর্থনীতিতে অবদান রাখবে। মাত্র ৩৮ মাসে প্রকল্পের মূল কাজ শেষ হয়েছে। সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সুধিমন্ডলী,

আজ আমরা উদ্বোধন করলাম পূর্বাচল নতুন শহরের ৩০০ ফুট প্রশস্ত লিংক রোডের পূর্বাচল-বালু ব্রীজ। লিংক রোডের সকল ব্রীজ নির্মাণসহ রাস্তার কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। এভাবে এগিয়ে যেতে পারলে ২০১৫ সালের মধ্যে পূর্বাচল হবে একটি অত্যাধুনিক শহর।

আপনারা জানেন ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের কাজ চলছে। মিরপুর এয়ারপোর্ট রোড ফ্লাইওভার, বনানী ওভারপাস নির্মাণ করা হয়েছে। যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। আমরা মেট্রোরেল পরিকল্পনা অনুমোদন করেছি। শান্তিনগর হতে ঢাকা-মাওয়া রোডের ঝিলমিল পর্যন্ত আরও একটি ফ্লাইওভার নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আমরা সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-২ চালু করেছি। নগরবাসী এখন দৈনিক সাড়ে ২২ কোটি লিটার অতিরিক্ত সুপেয় পানি পাচ্ছেন। খিলক্ষেতে ৫ হাজার ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে আরেকটি পানি শোধনাগার নির্মাণ করা হচ্ছে। পানির জন্য এখন আর হাহাকার নেই।

ঢাকা-নারায়নগঞ্জ, কমিউটার ট্রেন সার্ভিস চালু করা হয়েছে। আরও কয়েকটি পথে চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

স্বল্প ও মধ্যম আয়ের মানুষের আবাসন সমস্যা নিরসনে রাজউক পর্যায়ক্রমে ১ লক্ষ ফ্ল্যাট নির্মাণের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ইতোমধ্যে উত্তরা ৩য় পর্ব প্রকল্পে প্রায় ২০ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ চলছে। পূর্বাচল ও ঝিলমিল প্রকল্পে আরও ৩০ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ শুরু হবে।

আমরা প্রথমবারের মত ঢাকার জন্য জিআইএস ভিত্তিক ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান বা DAP অনুমোদন করেছি। ফলে নির্বিচারে জলাধার ধ্বংস বন্ধ হয়েছে।

আমরা ঢাকা শহরের চারপাশের নদীর দূষণ রোধে এর তলদেশের বর্জ্য অপসারণের কাজ শুরু করেছি। বুড়িগঙ্গা নদী তীরের অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা হয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে ঢাকার চারপাশের নদীতে পানির প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে যমুনা নদী থেকে পানি প্রবাহের প্রকল্প আমরা হাতে নিয়েছি।

সুধিবৃন্দ,

গত সাড়ে চার বছরে আমরা সড়ক, রেল, নৌসহ যোগাযোগের প্রতিটি খাতে ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন, গ্রামীণ উন্নয়নসহ সকল খাতে আমরা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করেছি। কোন কোনও ক্ষেত্রে লক্ষ্যের চেয়েও অনেক বেশী কাজ করেছি।

প্রতিটি খাতকে আমরা তথ্য-প্রযুক্তির আওতায় এনেছি। পল্লী অঞ্চলের জনগণ দ্রুত, সহজে ও স্বল্পব্যায়ে বিভিন্নমুখী সেবা পাচ্ছেন। গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস পেয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেছে। গ্রাম পর্যন্ত ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দিয়েছি। গ্রামের জনগণ ঘরে বসে সব সেবা নিতে পারছেন।

আমরা ৬ শতাংশের বেশী প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। রপ্তানি আয় ২৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। সাড়ে ১৪ বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স এসেছে। রিজার্ভ এখন ১৫ বিলিয়ন ডলারের বেশী। মুল্যস্ফীতি ৭ শতাংশের মধ্যে আছে। দারিদ্র্যের হার ২৬ শতাংশে নেমে এসেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জিত হয়েছে। এজন্য বাংলাদেশ বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। পুরস্কৃত হয়েছে। মাথাপিছু আয় ২০০৮ সালের ৬৩০ ডলার থেকে ৯৫০ ডলারে উন্নীত হয়েছে।

দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বেড়েছে। গার্মেন্টস রপ্তানিতে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষ রপ্তানিকারক দেশ। স্বাধীনতা বিরোধীদের তা পছন্দ নয়। তাই তারা এখন নারী গার্মেন্টস শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে। নারীদের বিরুদ্ধে অশ্লীল মন্তব্য করছে।

এখন লোডশেডিং নেই। আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্বে এসে ৩২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পেয়েছিলাম। এখন উৎপাদন হচ্ছে ৬৬৭৫ মেগাওয়াট। গ্যাস উৎপাদন ৬০০ মিলিয়ন ঘনফুট বেড়েছে। নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেল। বিএনপি-জামাত আর হেফাজতে ইসলাম যতই ষড়যন্ত্র করুক জনগণ উন্নয়ন চায়। একমাত্র আওয়ামী লীগ সরকারে আসলেই দেশ এগিয়ে যায়। কারণ আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের সরকার। আওয়ামী লীগের রাজনীতি উন্নয়নের রাজনীতি।

দেশের সম্পদ ধ্বংস করা, পবিত্র কোরআন শরীফ পোড়ানো, মসজিদে আগুন দেওয়া, জায়নামাজ পোড়ানো, ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দেয়া, নারী সম্পর্কে কূরুচিপূর্ণ মন্তব্যকে দেশের ধর্মপ্রাণ জনগণ কখনই মেনে নেয়নি। মেনে নেবে না।

তাই আসুন বিএনপি-জামাত আর হেফাজতের এ অপপ্রচার ও ধ্বংসযজ্ঞ হতে দেশকে রক্ষা করতে সকলে একতাবদ্ধ হই। দেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে তুলি।

সুধিমন্ডলী,

আমি ঢাকার পরিবেশ ও নান্দনিক সৌন্দর্য রক্ষায় সরকারের পাশাপাশি নগরবাসীকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা আগামী  প্রজন্মের জন্য আধুনিক ঢাকা মহানগরী গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে এবং পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের আগাম মোবারকবাদ জানিয়ে আমি কুড়িল ফ্লাইওভারের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।